মুখবন্ধ

১৯৮৮ সালে আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. প্রণয় কুমার কুণ্ডুর তত্ত্বাবধানে বর্তমান গবেষণার কাজ শুরু করেছিলাম। আমার গবেষণার শিরোনাম : মালদহ জেলায় বসবাসকারী মৈথিলী সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি। একটানা পাঁচ বছর এ বিষয়ে কাজ করার পর এখন আমি এই গবেষণার কাজ শেষ করেছি এবং তা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ ডি' ডিগ্রীর জন্য যথারীতি দাখিল করতে চলেছি।

সাম্প্রতিকালে আমরা হয়ত লক্ষ্য করেছি যে ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতি আমাদের আগ্রহ বহুল পরিমাণে বেড়েছে। এ প্রবণতা নিঃসন্দেহে অর্থবহ ও মূল্যবান। কারণ, এক একটি সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যেমন দরকার, তেমনি তার স্বরূপ আলোচনাও যেকোন অর্থে অতি আবশ্যক। বস্তুত, মালদহ জেলায় বসবাসকারী মৈথিল সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করার মূল উৎস ও প্রেরণা এর থেকেই পেয়েছি। একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। মৈথিল সম্প্রদায়ের লোকজন বহু বছর আগে এই জেলায় আসেন, বহু বছর অতিক্রান্ত হবার পরেও আজো এঁরা তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট ধারাটি সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন - যদিও প্রবহমান প্রচলিত বঙ্গ সংস্কৃতির মূল ধারার সঙ্গে মিশে যেতে কোথাও তাঁদের অসুবিধে হয়নি। বর্তমান গবেষণায় আমি একদিকে যেমন মৈথিল সম্প্রদায়ের ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, অন্যদিকে তেমনি কীভাবে তা বঙ্গ-সংস্কৃতির মূল ধারার মধ্যে সঙ্গতি বজায় রেখেছে, সেদিকেও দৃষ্টিপাত করেছি।

সবশেষে উল্লেখযোগ্য এ বিষয়ে আগে কোন গবেষণামূলক কাজ হয়নি। যদিও প্রাসঙ্গিক কোন কোন আলোচনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি, কিন্তু বলে রাখা ভালো - এই গবেষণা মূলত ক্ষেত্র-সমীক্ষা ভিত্তিক কাজ। তার ওপর নির্ভর করে এই কাজটি বিবৃত হয়েছে।

শ্রদ্ধা জ্ঞাপনান্তে -

বিনীত

শ্রীনিমাই চন্দ্র ঝা

(শ্রী নিমাইচন্দ্র ঝা) ১২-০১-৯৩